মুম্বইয়ের প্রথম বাংলা সংবাদমাধ্যম
বৃহস্পতি
১৯৯৯
বাঙলার বাইরে বাঙালির সবকিছু।

Brihaspati Web TV Bangla
Brihaspati--The First Bangla News Media of Mumbai, India since 1999.
ভালোবাসা বাংলা ভাষা ! বাংলার বাইরে বাঙালির সব কিছু !

Shriniketan Ground Floor, 15A Station Road, Sion, Mumbai 400022.
91-9869502722. E-mail: brihaspatinews@gmail.com Website: www.youtube.com/brihaspatiTV

'বৃহস্পতি' কী ও কেন

'বৃহস্পতি' মুম্বই, নবী মুম্বই ও ঠাণে শহরে বাংলা ভাষা শিক্ষা, চর্চা, চর্য্যা, প্রচার ও প্রসারের এক মাধ্যম। এটি এককভাবে একটিমাত্র পরিবারের প্রয়াস হলেও, কোন ব্যক্তি–স্বার্থ অথবা ব্যক্তি–সন্তুষ্টি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় নি, এটি সৃষ্ট হয়েছে বাংলা–ভাষী হিসাবে মাতৃভাষার প্রতি স্বাভাবিক দায়বদ্ধতা থেকে। 'বৃহস্পতি' প্রতিষ্ঠার দুইমাত্র কারণ বাংলা ভাষার অবক্ষয় রোধে প্রয়োজনীয় বাস্তব ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হওয়া এবং বাংলা ভাষা–নির্ভর প্রভূত সম্পদ–সম্ভারকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া। এই লক্ষ্যে যে কাজগুলি 'বৃহস্পতি' ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হলো :–

১। ১৯৯৯ সালে 'বৃহস্পতি' নামে মুম্বই–এর প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ।

২। কলকাতা বইমেলা–য় একাধিক বছরে বিপনীসহযোগে অংশগ্রহণ।

৩। ২০১০ সালে মুম্বই–এর প্রথম বাংলা ওয়েব ম্যাগজিন 'বৃহস্পতি ওয়েব ম্যাগ্' প্রকাশ।

৪। ২০১২ সালে মুম্বই–এর প্রথম বাংলা ওয়েব টিভি চ্যানেল 'বৃহস্পতি ওয়েব টিভি বাংলা'–র সম্প্রসারণের সূচনা। এটি একটি ফ্রি বাংলা ওয়েব টিভি চ্যানেল এবং **'ইউটিউব ভেরিফায়েড পার্টনার চ্যানেল'**। ২০১৮ সালে 'বৃহস্পতি'–র প্রতিষ্ঠা দিবসে **'গুগ্‌ল্'** শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে !

৫। মুম্বই, নবী মুম্বই ও ঠাণে শহরে বাংলা ভাষা শিক্ষার শিক্ষাক্রম পরিচালনা করা। এই কার্যক্রমের অন্তর্গত মুম্বই–এর সায়ন, অণুশক্তিনগর ও চেম্বুর এবং নবী মুম্বই–এর ঐরোলি–তে 'ফ্রি' বাংলা শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন। এ ছাড়াও রয়েছে মুম্বই–এর 'ভিলে পার্লে–তে 'বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি' বিষয়ে মুম্বই–এর প্রথম 'কলেজ সার্টিফিকেট কোর্স'–এর সূচনা এবং গুজরাত–এর বরোদা–তে বাংলা ভাষা শিক্ষাক্রমের সূচনা।

৬। বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনে দেশের অন্যতম প্রাচীন বঙ্গীয় সংগঠন 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' {যার প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৯২৩ বারানসী)}-এর 'মধ্য মুম্বই শাখা'–র প্রতিষ্ঠা (২০০৭)।

৭। ২০০০ সালে 'মাতৃভাষা প্রকাশনী' নামে মুম্বই–এর প্রথম বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন।

৮। ২০১২ সালে 'দ্য বেঙ্গল ফাউন্ডেশন' (Here Bengal denotes as: BE=Basic Education, NG=Nurturing Growth & AL=Advanced Learning) নামে চ্যারিটেব্‌ল ট্রাস্ট গঠন।

৯। মান্না দে–র বাংলায় লেখা আত্মজীবনী 'জীবনের জলসাঘরে' মরাঠী ভাষায় অনুবাদে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ।

১০। পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালি রোগীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন প্রকারের ক্যান্সার রোগ বিষয়ে বহু পুস্তকের ইংরাজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা। এই পুস্তিকাগুলি মুম্বই–এর 'টাটা মেমোরিয়াল ক্যান্সার হাসপাতাল'–এ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পুস্তক বিপনীতে পাওয়া যায়।

১১। 'বৃহস্পতি ওয়েব টিভি বাংলা'–র মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন যশস্বী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংগঠন, কর্মোদ্যোগ, সাফল্য ইত্যাদির বিশ্ব ব্যাপী সম্প্রসারণ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হলো :–

(ক) *সাক্ষাৎকার* ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীকান্ত আচার্য্য, পঙ্কজ সাহা, মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরসিয়া, আবু সায়ীদ আয়ুব (বাংলাদেশ), লীলা সরকার, ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাতো, অরুণা জুভেকর, ড. নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, ভগীরথ মিশ্র, মলি সিদ্ধার্থ, ড. জলজ ভাদুড়ি, ড. দর্শনা ঝাভেরী, কৃষ্ণা বসু, প্রশান্ত ব্যানার্জী, সমর মোদক, স্বপন গুপ্ত, শঙ্করলাল ভট্টাচার্য্য, জ্যোতির্ময় দত্ত, মীনাক্ষী দত্ত, কঙ্কাবতী দত্ত, ড. নলিনী মাডগাওকর, ইলা মা, হেলেনা ওয়াল্ডম্যান (জার্মানি) ইত্যাদি। **(খ) *সঙ্গীত, আবৃত্তি নৃত্যানুষ্ঠান* ঃ** প্রতুল মুখোপাধ্যায়, মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রমণা চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, ইলা মা, মলি সিদ্ধার্থ, তুলিরেখা দত্ত, জয়ন্তী সরেন, স্বরাজ নিয়োগী, কিশোর ভট্টাচার্য্য, পত্রালিকা দত্তরায়, শাশ্বতীকুহু, অঞ্জনা পাল, মুক্তধারা বসু, ইত্যাদি। **(গ) *প্রতিষ্ঠান* ঃ** 'আন্তরিক', 'সিদ্ধা যোগ কেন্দ্র',

'আই সি এল' ইত্যাদি। **(ঘ) *অন্যান্য ঃ*** আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি, বাংলাদেশ হাই কমিশন–এর নববর্ষ উৎসব, বাংলাদেশ হাই কমিশন–এর বাংলাদেশ জাতীয় শোক দিবস, বাংলাদেশ হাই কমিশন–এর বাংলাদেশ স্বাধীনতা দিবস, পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ জন্মজয়ন্তী, বরোদা বাংলা ভাষা শিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন, রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন–এর এলাহাবাদ অধিবেশন উদ্বোধন, ড. তুষার গুহ, ড. অনন্যা গুহ, অল ইন্ডিয়া আর্টিস্ট্স অ্যাসোসিয়েশন ও কলাঙ্গন, বাংলা নববর্ষ, কালাঘোড়া আর্টস ফেস্টিভ্যাল, এল আই সি গেটওয়ে লিট ফেস্টিভ্যাল, বিজয়া সম্মেলনী, দুর্গা পূজা, দশমহাবিদ্যা পূজা, কালী পূজা, মহালয়া, জুহু বিচে দুর্গা বিসর্জন, চন্দননগর–এর জগদ্ধাত্রী পূজা, মিউজিয়াম অন হুইল্স্, বিশ্ব যোগ দিবস, নজরুল সন্ধ্যা, নেতাজি সুভাষ একতা মঞ্চ, বিশ্ব ফোটোগ্রাফি দিবস, কবিতার কথামালা, প্রার্থনা সঙ্গীত ও ভজন ইত্যাদি। **(ঙ) *নাট্য উৎসব ও অনুষ্ঠান ঃ*** 'শ্রীমুখ বচন'–এর নাট্যোৎসব, 'অশনি'–র নাট্যোৎসব, 'এই আকাশে', 'দর্পণে শরৎশশী' ইত্যাদি। **(চ) *ব্যবসা–উদ্যোগ ঃ*** মুখার্জী ক্যাটারার, নাগ মহাশয়, বঙ্গ ব্যাঞ্জন ইত্যাদি।

দেবাশিস ঘোষ, ইলা ঘোষ ও দেয়াসিনী ঘোষ।

এই সময়

১৩ ফাল্গুন ১৪২৩ শনিবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

কলকাতাওয়ালি

বাংলা ভাষার প্রসারই তাঁর লক্ষ্য।

মুম্বইপ্রবাসী তিনি দু'দশক ধরে। ১৯৯৯ থেকে প্রকাশ করে চলেছেন 'বৃহস্পতি' পত্রিকা, যা সাপ্তাহিক, পরে মাসিক থেকে রূপান্তরিত হয়েছে ওয়েব ম্যাগাজিন ও টিভিতে। বাংলা ভাষার সেই অক্লান্ত সৈনিক দেবাশিস ঘোষ এই উদ্যোগে পাশে পেয়েছেন দেওনার, আইরোলি ও সায়নের বাঙালি সংগঠনগুলিকে। ২০০৭ সালে সমমনস্কদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর মধ্য মুম্বই শাখা। তাঁদেরই তত্ত্বাবধানে মুম্বই, নভি মুম্বই এবং থানের চারটি শিক্ষাকেন্দ্রে শনি-রবি শেখানো হয় বাংলা ভাষা। প্রারম্ভিক থেকে সাহিত্যরত্ন, এই সাতটি স্তরে পঠনপাঠন হয়। ছাত্রদের মধ্যে বাঙালিদের পাশাপাশি মারাঠিরাও আছেন। কলকাতা এলেই তাঁর পাঠকদের জন্য দেবাশিস বাংলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেন। তাঁর আক্ষেপ অন্য জায়গায়। মুম্বইয়ের স্কুলে যখন বাংলা পড়ানো হয় না, বাঙালি মা-বাবারা ঘরেতে অন্তত তাঁদের সন্তানদের বাংলা পড়া বা লেখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে পারতেন। বাঙালি সংগঠনগুলি দুর্গাপুজোর আয়োজনে যতটা উৎসাহ দেখায়, বাংলা ভাষার প্রসারে তার ভগ্নাংশও নয়।

উপরের লিখিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' সংস্থার বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র 'এই সময়' সাক্ষাৎকারভিত্তিক এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে।

মুম্বই–এর বাংলা ভাষার ব্যবহার ও চর্চার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে 'বৃহস্পতি'র বিপরীত স্রোতে বহমান এই আন্দোলনে আপনি যদি নিঃস্বার্থে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক হন তাহলে আপনি প্রথমেই যা করতে পারেন তা হলো :–

(১) সঙ্গের 'লিঙ্ক'–এ গিয়ে এতে 'ফ্রি সাবস্ক্রিপ্শন' করে পাশে আসা ঘন্টা (বেল্) চিহ্নে 'ক্লিক্' করুন এবং বন্ধুমহলে এর প্রচার করুন।
www.youtube.com/BrihaspatiTV

(২) আপনার সংগঠনের বাংলা অনুষ্ঠান নিখরচায় বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্য 'বৃহস্পতি'–কে আমন্ত্রণ জানান।